বাসবী চক্রবর্তী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা অনুষদে অধ্যাপনায় নিযুক্ত। অ্যাকাডেমিক চর্চার পাশাপাশি সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর বিচরণ। লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় । সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি অনুবাদ গ্রন্থ। সম্পাদনা করেছেন একাধিক প্রবন্ধের বই। কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর জীবনসঙ্গী শ্রীমতী চক্রবর্তী কবিকে নিয়ে লিখেছেন স্মৃতিকথা ও সম্পাদনা (যুগ্মভাবে) করেছেন 'নির্বাচিত ভাস্কর চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতা'।

"আমি লিখি, আমাদের সময়টাকে চাকার মতো, সূর্যাস্ত পেরিয়ে, আরো একটু দূরে গড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। আমাদের সময়ের স্বপ্ন, বিরক্তি, বিচ্ছিন্নতা, ওষুধ,মজা, ব্যর্থতা, হাসিঠাট্টা, এসবই এসে ভিড় করেছে আমার কবিতায়—আমি শুধু তাদের মধ্যে একটু মায়া মিশিয়ে দিয়েছি"—একথা ভাস্কর চক্রবর্তীর। তরুণ বয়স থেকে কবিতা-দগ্ধ ভাস্কর চক্রবর্তী দীর্ঘ চার দশক ধরে লেখা ১০টি কাব্যগ্রন্থ থেকে আহরিত নির্বাচিত কবিতা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯৭১ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শীতকাল কবে আসবে সুর্পণা' প্রকাশের পরে ভাস্কর চক্রবর্তীর কাব্যপরিক্রমা শেষ হয় ২০০৫ সালের জুলাই মাসে মৃত্যুর এক পক্ষকাল পূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'জিরাফের ভাষা'য় । এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভাস্কর চক্রবর্তীর আশ্চর্য স্বাদু ভাষায় লেখা কিছু ব্যক্তিগত গদ্য, প্রিয় বন্ধুকে লেখা দীর্ঘ চিঠি ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ। শেষে স্থান পেয়েছে কবির দিনলিপির কিছু অংশ—যা পাঠককে কবির দিনযাপনের কিছু টুকরো ছেঁড়া ছবির হদিস দেবে।

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University
9 789349 191556
₹500 / $45

ভাস্কর চক্রবর্তী
নির্বাচিত কবিতা ও গদ্য

নির্বাচিত
কবিতা ও গদ্য

ভাস্কর চক্রবর্তী

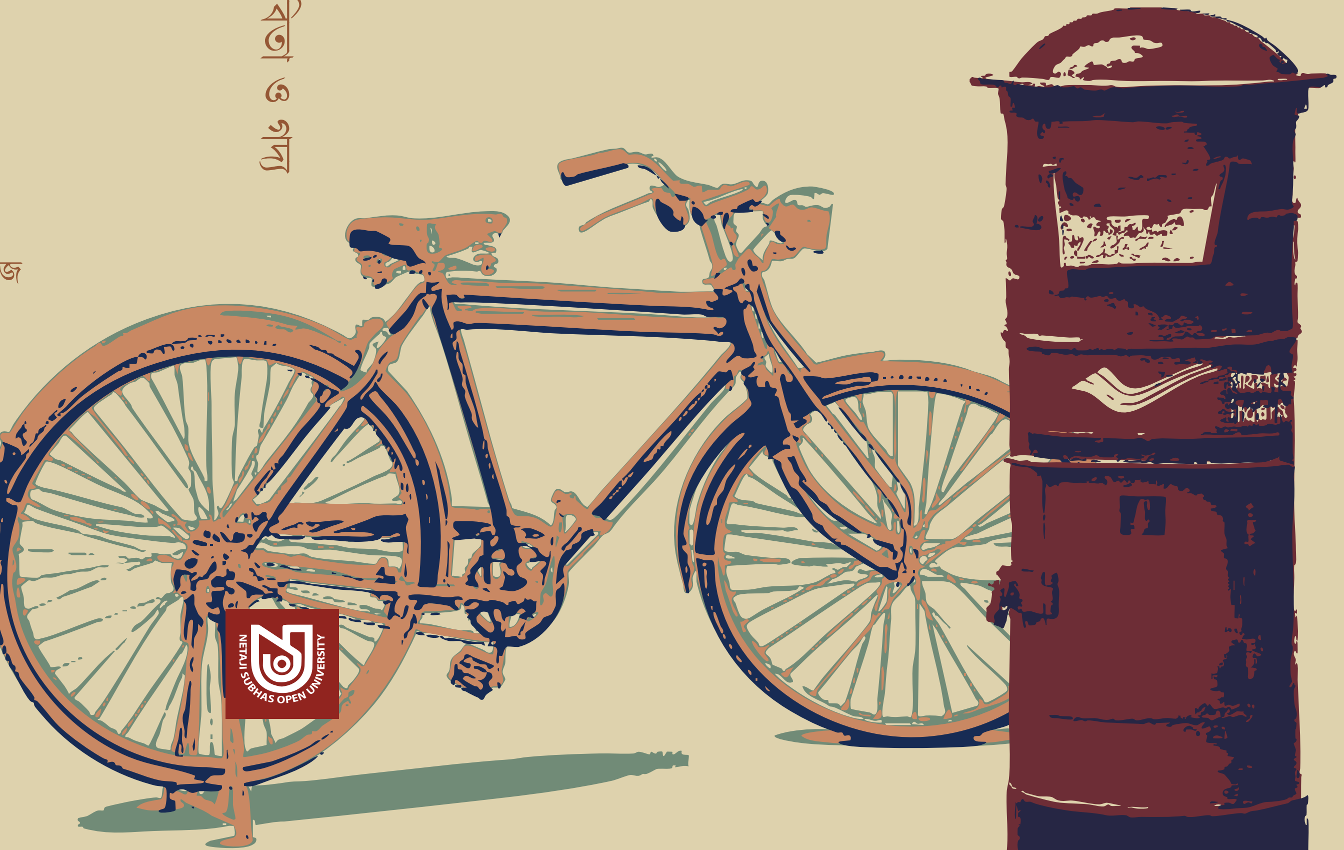

ভাস্কর চক্রবর্তীর '৬০-র দশকের বিশিষ্ট কবি। জন্ম উত্তর কলকাতায়। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রণথ 'শীতকাল কবে আসবে সুর্পণা'। এই কবিতার বই পাঠক মহলে সমাদৃত হয় এবং তাঁর কাব্যভাষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে বাংলার আগ্রহী পাঠক সমাজ। ক্রমশ তরুণ পাঠকদের মধ্যে তাঁর কবিতা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতার উত্তর কালপর্বে তাঁর কাব্যভাষা আশ্চর্য অনন্যতা অর্জন করে—একদিকে নির্জনতা অন্যদিকে নাগরিক কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'জিরাফের ভাষা' পর্যন্ত যার বিস্তার। কলকাতার মূলস্রোতের প্রতিষ্ঠিত কবিদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। সেই সময় প্রকাশিত প্রথম শ্রেণির পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। তবুও এই শক্তিশালী আধুনিক কবি যথেষ্ট আলোচিত হন নি, পান নি প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি। কবিতার পাশাপাশি গদ্যও লিখেছেন। সেগুলিও তাঁর ব্যতিক্রমী কবিমনকে উপলব্ধির প্রেরণা যোগায়। ২০০৫ সালের ২৩ জুলাই ...বছর বয়সে কলকাতার বাসভবনে কবি প্রয়াত হন।